

সূরা আল জিন্-৭২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে, এই সূরাটি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর তায়েফ শহর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল মক্কায় প্রচার কার্য চালাবার পরও যখন মক্কাবাসীদের তরফ থেকে হাসি-বিদ্‌বন্দ, বিরোধিতা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই পেলেন না, তখন মক্কাবাসীদের ব্যাপারে কিছুটা হাতাশাশ্রু হয়ে নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। মহানবী (সাঃ) এর তায়েফ গমন, হিজরতের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ঘটেছিল। অনেকের মতে এই সূরা যদি সূরা ‘আহ্‌কাফে’ (৪৬ঃ৩০-৩৩) বর্ণিত ঘটনা থেকে স্বতন্ত্র কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে এর অবতরণের সময় আরো পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সূরার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু শেষোক্ত অভিমতের বেশ সহায়তা ও সমর্থন যোগায়। পূর্ববর্তী সূরাতে বর্ণিত হয়েছে, নূহ (আঃ) এর জীবন-ব্যাপী প্রচারের ফলে তাঁকে কেবল মানুষের ঘৃণা ও বিদ্‌বন্দই কুড়াতে হয়েছে। মাত্র গুটি কয়েক লোক, যারা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছিল না, তাঁকে মেনেছিল। তাঁর পুত্র ও স্ত্রী পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতাকারীদের অন্তর্গত ছিল। মহানবী (সাঃ) ও নূহ (আঃ) এর অবস্থার সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে, একদল জিন্, যাদেরকে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্বে মোটেই জানতেন না, তারা তাঁর কাছে এল, কুরআন শুনলো এবং ঈমান আনলো। এই জিন্-লোকগুলোর বিশ্বাস, ধর্মীয় মতবাদ, আচার-আচরণ এবং জীবননীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে এই সূরাতে। সূরাটি অত্যন্ত জোরের সাথে ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ তাআলার এই প্রেরিত বাণীকে (কুরআনকে) কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন করা কিংবা এতে প্রক্ষেপ বা সংমিশ্রণ ঘটানো কারো পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। কারন ঐশী নিরপত্তা-বাহিনী কর্তৃক এই মহামূল্য সম্পদকে সর্বদা পাহারায় রাখা হচ্ছে। শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে, যখনই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষক তথা নবী ও সংস্কারক আগমন করে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসার আহ্বান জানান, অন্ধকারের শক্তিসমূহ তখনই তাঁর টুটি চেপে ধরতে চায়। কুচক্রীদের এই ষড়যন্ত্রের বেড়াঝালকে ছিন্ন করে অসীম সাহস বুকে নিয়ে আল্লাহ্র শিক্ষকগণ আপন কাজে অগ্রসর হতে থাকেন। নবীর প্রচারিত বাণী যে আল্লাহ্র কাছ থেকেই প্রাপ্ত বাণী, এর অকাট্য প্রমাণ্য হলো, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এমন বিরাট বিরাট বিশ্ব-ঘটনার কথা এই বাণীতে স্থান পায়, যা মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে ধরা পড়ে না এবং শেষ পর্যন্ত নবী তাঁর বাণী পৌছানোর কাজে কৃতকার্য তো হনই, তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়, এই কথা বলে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে।



সূরা আল জিন্-৭২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তুমি বল, ‘আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, নিশ্চয় জিন্দের একটি দল^{১১৬} মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে। এরপর তারা (ফিরে গিয়ে তাদের জাতিকে) বললো, ‘নিশ্চয় আমরা এক *বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি’^{১১৭},

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ②

৩। *যা সঠিক পথে পরিচালিত করে। অতএব আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো কাউকে আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অংশীদার সাব্যস্ত করবো না^{১১৮}।’

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
أَحَدًا ③

৪। আর (তারা বললো), ‘নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উঁচু। *তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন পুত্রও (গ্রহণ করেননি)।

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ④

৫। আর নিশ্চয় আমাদের (কোন কোন) নির্বোধ আল্লাহ্ সম্পর্কে অসঙ্গত কথা বলতো।

وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ⑤

৬। আর আমরা অবশ্যই ধারণা করতাম, মানুষ ও জিন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতেই পারে না।

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ⑥

৭। *আর নিশ্চয় সাধারণ মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল যারা বড় লোকদের^{১১৯} আশ্রয় চাইতো। অতএব তারা (অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা) এদের (অর্থাৎ বড়লোকদের) অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিত।

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ⑦

দেখুন : ক. ১ঃ১, খ. ৪৬ঃ১১ গ. ৪৬ঃ৩২ ঘ. ১৭ঃ১১২; ১৮ঃ৫; ২৫ঃ৩ ড. ৬ঃ১২৯।

৩১৩৬। ২৭৩৩ টীকা দেখুন।

৩১৩৭। এস্থলে নাসীবীনের ইহুদীদের একটি দলের কথা বলা হয়েছে। তারা আরব জাতির লোক ছিল না। ভিনদেশীয় হওয়ার কারণে তাদেরকে জিন্ বলা হয়েছে। কারণ জিন্ শব্দের এক অর্থ অপরিচিত ব্যক্তি (লেইন)। এই ঘটনাটি ৪৬ঃ৩-৩৩ এ বর্ণিত ঘটনা থেকে পৃথক বলে মনে হয়, যদিও এই আয়াতের ঘটনাকে অনেকেই ৪৬ঃ৩০-৩৩ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণের সাথে বাহ্যিক মিল দেখে একই ঘটনা বলে মনে করেন।

৩১৩৮। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ‘জিন্দের একটি দল’ বলতে ‘একত্ব-বাদী খৃষ্টানদের একটি পার্টি কিংবা তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ইহুদীদের একটি দল বুঝাচ্ছে যারা ঐ খৃষ্টানদের বিশ্বাস সম্বন্ধে অবগত ছিল ও তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল।

৩১৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

৮। আর তোমরা যেভাবে ধারণা করে নিয়েছ, এরাও ধারণা করেছিল যে আল্লাহ্ (আর) কখনো কাউকে আবির্ভূত করবেন না^{৩১৪০}।

৯। আর আমরা নিশ্চয় আকাশ স্পর্শ করলাম^{৩১৪১}, কিন্তু তা কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত *উল্কায় পূর্ণ দেখতে পেলাম।

১০। আর আমরা শূনার জন্য এর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে অবশ্যই বসে থাকতাম। কিন্তু যে এখন শূনার চেষ্টা করে, সে এক জ্বলন্ত উল্কাকে তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতে দেখতে পায়^{৩১৪২}।*

১১। আর নিশ্চয় আমরা জানতাম না (এ আগমনকারীর মাধ্যমে) জগদ্বাসীর জন্য কি কোন আযাবের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

১২। আর নিশ্চয় আমাদের মাঝে কিছু লোক ছিল সৎকর্মশীল এবং কিছু এদের ব্যতিক্রমও ছিল। আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত ছিলাম।

১৩। আর অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, *আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে কখনো অক্ষম করতে পারবো না এবং আমরা দৌড়ঝাঁপ করেও তাঁকে পরাস্ত করতে পারবো না।

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

وَأَنَّا لَنَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مِليئت حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّيِّعِ فَمَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ لَه شَيْهَابًا رَّصَدًا

وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرْادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَارِفِينَ قَدَرًا

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَعِجْرَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّجْزِيَهُ مَرَبًا

দেখুন : ক. ১৫ঃ১৭-১৯; ৩৭ঃ৭-৯ খ. ৫৫ঃ৩৪।

৩১৩৯। যেহেতু আরবীতে ‘রিজাল’ শব্দটি মানবজাতি ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেহেতু এই সূরাতে ও সূরা ‘আহ্‌কাফে’ বর্ণিত ‘জিনদের একটি দল’ বলতে মানুষেরই একটি দলকে বুঝিয়েছে, মানব-বহির্ভূত কোন সৃষ্ট জীবকে বুঝায়নি। আরবী ‘জিন’ শব্দটি এখানে প্রভাবশালী ধনীলোকদের জন্য এবং ‘ইনস’ শব্দটি বিত্তহীন সাধারণ লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনীলোকদের অনুসরণ করে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা (ইনস) প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয় নেয় ও অনুগামী হয় বলে তারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যকে বৃদ্ধি করে।

৩১৪০। ইউসুফ (আঃ) এর আগমনের সময় থেকেই ইহুদীরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত ছিল যে ইউসুফের (আঃ) এর পরে আর কোন নবী আসবেন না (৪০-৩৫)।

৩১৪১। ‘আমরা নিশ্চয় আকাশ স্পর্শ করলাম’ বাক্যটির অর্থ হলো ‘অজানা রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করলাম’। যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারক নবী-রসুলের আগমন-কাল উপস্থিতি হয় তখন অস্বাভাবিকভাবে তারকা-পতন ঘটে থাকে। এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণার কথাই এখানে বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

৩১৪২। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারকের আগমনের প্রাক্কালে ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকেরা সন্দেহপূর্ণ গুণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করার এক ব্যবসা পেতে বসে এবং সাধারণ মানুষকে এই বলে প্রতারণা করে যে তারা অজানার রহস্যকে ভেদ করেছে। প্রতারণার কাজে বিশেষভাবে পারদর্শিতার কারণে তারা সরল মানুষের বিশ্বাসভাজন হতেও সমর্থ হয়। কিন্তু ইলাহী সংস্কারকের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তাদের প্রতারণা ও ভ্রান্ত জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাদের গুণ্ডজ্ঞানের ভাণ্ডারকে তখন ভাসা ভাসা জ্যোতির্বিদ্যার অংশ বলে মনে হয়। ‘এখন’ (আল্‌আনা) শব্দটি এখানে বিশেষভাবে মহানবী (সাঃ) এর সময়কে বুঝাচ্ছে। তবে তা প্রত্যেক বড় নবীর সময়কেও বুঝাতে পারে (৩৭ঃ৭-১০ দেখুন)।

★[২-১০ আয়াত দুটির বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যার দাবী রাখে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সমীপে যে জিন্‌রা উপস্থিত হয়েছিল তারা জিন্‌দের নেতা ছিল। তারা ভ্রান্ত ধারণা থেকে সৃষ্ট কল্পিত জিন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের খাবার রান্না করতে আগুনও জ্বালিয়েছিল এবং সাহাবাগণ (রাঃ) পরবর্তীতে সেখানে তাদের নিভে যাওয়া কয়লা ও খাবার প্রকৃতির চিহ্নাবলীও দেখতে

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪। *আর আমরা যখন হেদায়াতের (কথা) শুনলাম নিশ্চয় আমরা এতে ঈমান নিয়ে এলাম। আর যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে সে কোন ক্ষতি বা কোন অবিচারের ভয় করবে না।

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ
بِرَبِّهِ فَلَا يَنَافُ بِمَسَاءٍ وَلَا رَهَقًا ۝

১৫। আর আমাদের মাঝে নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ছিল এবং আমাদের মাঝে যালেমও ছিল। আর যারাই আত্মসমর্পণ করেছে তারাই হেদায়াত অন্বেষণ করেছে।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ
فَأُولَٰئِكَ نَعُودُ وَارْتِدًّا ۝

১৬। আর যারা যালেম ছিল তারাই জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হয়েছে।

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

১৭। আর এরা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) যদি সঠিক পথে দৃঢ়তা দেখাতো তাহলে আমরা অবশ্যই প্রচুর পানি দিয়ে এদের সিঞ্চিত করতাম^{১১০}

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً
غَدَقًا ۝

১৮। যেন এ দিয়ে আমরা এদের পরীক্ষা করি। আর *যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তিনি তাকে এক ক্রমবর্ধমান আযাবে ঠেলে দিবেন।

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْكُ
عَذَابًا صَعَدًا ۝

১৯। *আর মসজিদসমূহ^{১১১} নিশ্চয় আল্লাহ্রই। অতএব আল্লাহ্র সাথে তোমরা কাউকে (উপাস্যরূপে) ডেকো না।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

২০। *আর নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দা^{১১২} যখনই তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায় তখন তারা তার ওপর দল বেঁধে হামলে পড়ার উপক্রম করে।*

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ يَبَدًا ۝

২১। তুমি বল, ‘আমি কেবল আমার প্রভু-প্রতিপালককেই ডাকি *এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করি না।’

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝

দেখুন : ক. ৪৬ঃ৩২ খ. ২০ঃ১০১; ৪৩ঃ৩৭ গ. ২ঃ১১৫; ২২ঃ৪১ ঘ. ৯৬ঃ১০-১১ ঙ. ১৩ঃ৩৭; ১৮ঃ৩৯।

পেয়েছিলেন। এদের সম্পর্কে এটা ধারণা করা হয়ে থাকে, এরা আফগানিস্তানে বসবাসকারী বনী ইসরাঈলের এক প্রতিনিধি দল। এরা ছিল নিজেদের জাতির নেতা ও বড়লোক অর্থাৎ জিন্। এরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা শুনে স্বয়ং নিজেরা গিয়ে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এরা দীর্ঘ বিতর্কের পর তাকে (সা:) অন্তর থেকেই কেবল সত্য বলে স্বীকার করেনি, বরং কোন কোন নির্বোধ যেভাবে মনে করতো যে এখন আল্লাহ্ কোন নবী পাঠাবেন না এরা এ ভ্রান্তবিশ্বাস সম্পর্কেও অস্বীকৃতি জানালো। এরপর এরা স্বজাতির কাছে ফিরে গেল এবং তৎকালীন গোটা আফগানিস্তানকে মুসলমান বানিয়ে নিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩১৪৩। পানি জীবনের উৎস বিধায় ‘প্রচুর পানি’ বলতে ধন-সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যকে বুঝিয়েছে।

৩১৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছে, রসূলে পাক (সাঃ) এর আগমনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আল্লাহ্র একত্বকে প্রতিষ্ঠা

৩১৪৪ টীকার অবশিষ্টাংশ ও ৩১৪৫ টীকা এবং ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২২। তুমি বল, ‘আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রাখি না।’

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

২৩। তুমি বল, ‘আল্লাহর বিরুদ্ধে আমাকে কখনো কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না। আর *তাকে ছেড়ে আমি কখনো কোন আশ্রয়স্থল পাব না।’

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

২৪। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারের মাধ্যমে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়াই (আমার দায়িত্ব)।* আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্যতা করে তার জন্য নিশ্চয় থাকবে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে^{৩৪৬}।

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝

২৫। *অবশেষে তারা যখন তা দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছে তখন তারা অবশ্যই জেনে যাবে, সাহায্যকারী হিসেবে কে সবচেয়ে বেশি দুর্বল এবং সংখ্যায় কে সবচেয়ে কম।

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ مَدَدًا ۝

২৬। *তুমি বল, ‘আমি জানি না যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কি সন্নিহিতে নাকি আমার প্রভু-প্রতিপালক এর মেয়াদ দীর্ঘায়িত করে দিবেন।’

قُلْ إِن أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝

★ ২৭। (তিনি) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত্ব দান করেন না^{৩৪৭},

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

★ ২৮। কেবল তাকে ছাড়া যাকে তিনি (তাঁর) রসুলরূপে মনোনীত করেন। আর তার সামনে ও তার পিছনে (ফিরিশ্তারা) প্রহরীরূপে চলছে^{৩৪৮}

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

দেখুন : ক. ১৮২৮ খ. ১৯৪৭৬ গ. ২১৪১১০।

করাই আল্লাহ তাআলার আসল পরিকল্পনা। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, এখন থেকে মসজিদগুলোই হবে কেন্দ্র সেখান থেকে সত্যের আলোক-বর্তিকা নির্গত হয়ে সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলবে।

৩১৪৫। এখানে ‘আল্লাহর বান্দা’ বলতে মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে। কেননা তাঁর তুল্য আল্লাহর বান্দা আর কেউই হতে পারবে না। তবে আল্লাহর বান্দা উপাধিটি প্রত্যেক নবী ও ধর্ম-সংস্কারকের জন্যও প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

★[‘লিবাদা’ এর এ অর্থের জন্য মুফরাদাত ইমাম রাগেব দৃষ্টব্য। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দৃষ্টব্য।

★[দেখুন তফসীরে কবীর আর রাজী। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দৃষ্টব্য)]।

৩১৪৬। ‘আমাদ’ ও ‘আবাদ’, দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী শব্দটি সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী শব্দটি অসীম সময়কে বুঝায় (লেইন)।

৩১৪৭। ‘ইযহার আলাল গায়ব’ দ্বারা প্রায়শ ও বহুল পরিমাণে অজ্ঞাত-গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা বুঝায় এবং বড় বড় ঘটনীয় বিষয় এই জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

৩১৪৮। নবীগণের নিকট যে সকল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব এমনি অতুলনীয় যে অন্যান্য মুমিন ধার্মিক সাধু-ব্যক্তিদের নিকট প্রদত্ত গুণজ্ঞান এইসবের কাছেও পৌঁছতে পারে না। এই আয়াতে এই কথাই বলা হয়েছে। নবীগণের নিকট প্রকাশিত গুণজ্ঞানের ব্যপকতা, গভীরতা, স্পষ্টতা, নিত্য-নূতনতা, জনকল্যাণ-মুখিতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণাবলী ধার্মিক বিশ্বাসী-সাধুগণের গুণজ্ঞানের মধ্যে থাকে না। দু’ শ্রেণীর মধ্যে এটা একটা বিরাট পার্থক্য। তদুপরি নবীগণের নিকট যে সকল ওহী-এলহাম

৩১৮ টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

২৯। যেন তিনি জেনে যান তারা (অর্থাৎ তাঁর রসূলরা) তাদের প্রভু-প্রতিপালকের বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছে^{৩১৯}। আর তাদের কাছে যা আছে তিনি তা ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছু গুণে রেখেছেন।

لَيَعْلَمَنَّ أَن تَدَّ أَبْلَغُوا رَسُلَهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا
لَدَيْهِمْ وَأَخْفَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

দেখুন : ক. ৭ঃ১১৮, ২৬ঃ৩৩, ২৭ঃ১১, ২৮ঃ৩২ খ. ৭ঃ১০৯, ২৭ঃ১৩

অবতীর্ণ হয় তার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার রক্ষা-কবচও সংযুক্ত থাকে যাতে শয়তান দ্বারা তা বিকৃত না হয় এবং সঠিকভাবে তা নবীর কাছে পৌঁছে যায়। সাধু ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত গুণগুণার ব্যাপারে এই রক্ষা-কবচ না থাকায় সব সময় তা নিশ্চিত ও নিরাপদ হয় না।

৩১৪৯। নবীগণের প্রাপ্ত ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় এই কারণে রক্ষা করা হয় যে এগুলো দ্বারা বিরাট ঐশী উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং ঐশী-বাণী দ্বারাই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।